জুন ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

থ্রিজি

মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য একটি অনুঘটক

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

airtel | banglalink | Citycell | grameenphone | রবি | TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION
এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০৩

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে ০১
জানেন কি? ০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: থ্রিজি- মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য একটি অনুঘটক ০৩
থ্রিজি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ ০৫
দৃষ্টিকোণ: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা– সিটিসেল ০৭
জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা ২০১৩-২০১৪: মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের দৃষ্টিকোণ থেকে ০৯
সিএসআর কার্যক্রম ও সামাজিক অবদান: রবি- আঁধার কাটলো রবি'র আলোয় ১০
সাক্ষাৎকার: সেক্রেটারি জেনারেল, কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন ১১
সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে পালিত হলো বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩ ১৩
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ ১৪
এমটব-এর কার্যক্রম ১৪

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট–
***www.amtob.org.bd** | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

থ্রিজি'র মতো নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের ধারায় এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং জাতীয় রাজস্ব আয়ে মূল ভূমিকা পালনকারী টেলিযোগাযোগ খাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড-এর পূর্ণ অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে হলে ব্রডব্যান্ডকে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের হতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্জনে প্রয়োজন উদার নীতিমালা এবং বিনিয়োগ অবকাঠামো। এটি সরকারি সেবাসমূহ-সহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পখাত, কৃষি এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বাংলাদেশ কখনোই পিছিয়ে ছিল না। বাংলাদেশে ২০০৮ সালে একটি ইউরোপীয় টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারককে থ্রিজি'র পরীক্ষামূলক লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এখনও বাংলাদেশে থ্রিজি লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন আছে। কিছু কিছু বিতর্কিত বিষয়ের উপর অপারেটরদের সমাধান দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নিলামের সময় আবারো এক মাসের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ২৪ জুন থেকে ৩১ জুলাই নিলামের সময়সূচি পরিবর্তিত হওয়ার পর এখন তা অনুষ্ঠিত হবে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-তে।

অপরদিকে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট দেশের টেলিযোগাযোগ খাতকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এই খাত কঠোর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ করভারে জর্জরিত। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে কর ব্যবস্থায় এই খাত সরকারের কাছ থেকে একটি অর্থপূর্ণ সহায়তা আশা করেছিল।

যখন মোবাইল অপারেটররা কর কমানো হবে বলে আশা করছিল, তখন সরকার এই খাতে আরো কর বাড়িয়ে দিয়েছে। তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটরদের কর্পোরেট কর ৩৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) ছেড়ে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হতে মোবাইল ফোন অপারেটরদের নিরুৎসাহিত করবে। এই পদক্ষেপটি খুবই দুঃখজনক।

কেবলমাত্র একটি বিষয়েই মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য ইতিবাচক হয়েছে। আর তা হলো সিম কার্ড আমদানির উপর সম্পূরক কর (এসডি) ২০ থেকে ৩০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

সরকারের সিম কার্ড ট্যাক্স ৩০০ টাকা হ্রাস করার সিদ্ধান্তকে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত স্বাগত জানায়। যদিও, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিম ট্যাক্স পুরোপুরি বাদ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। বিশ্বের অনেক দেশেই এটি অনুপস্থিত এবং এর কোন কার্যকরী উপযোগিতা নেই। পাশাপাশি এটি টেলিযোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

টেলিযোগাযোগ খাত ক্রমাগত মূল্য সংযোজন কর ছাড়ের দাবি জানিয়ে আসছে। ২৬ জুলাই ২০১২-তে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এবং পরবর্তী বিভিন্ন সভায় এই ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচ্যসূচিতে যুক্ত ছিল। একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থ্রিজি লাইসেন্স প্রদান অথবা পুনঃনবায়নের ক্ষেত্রে "হ্রাসকৃত ট্যারিফ মূল্য" চালু করেছে। যদিও দুঃখজনক যে, এই হ্রাসকৃত ট্যারিফ মূল্য প্রক্রিয়াটিতে সরাসরি মূল্য সংযোজন কর রেয়াত সংক্রান্ত কোন রকম বিধান নেই এবং ভবিষ্যতেও এই রেয়াত পাওয়ার সুযোগে বাধা রয়ে গেছে।

অপারেটররা দাবি তুলেছেন যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থ্রিজি লাইসেন্স নিলাম আয়োজনের আগেই যেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থ্রিজি মোবাইল সেবার ভ্যাট সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

জানেন কি?

বিশ্বের সর্বনিম্ন মোবাইল ট্যারিফ বাংলাদেশে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। উচ্চ মোবাইল ট্যারিফ দেশগুলোর মধ্যে অস্ট্রিয়া, ভেনিজুয়েলা, গ্রিস, পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রাজিল অন্যতম।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে **অ্যাডভান্সড মোবাইল ফোন সিস্টেম** প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে **প্রথম মোবাইল ফোন সেবা চালু করে ১৯৯৩ সালে।**

মোবাইল প্রযুক্তি **বাংলাদেশের ৩ কোটিরও বেশি মানুষকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় এনেছে,** যা দেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর **৯৫ শতাংশ।**

বিগত ৪ বছরে বাংলাদেশে টেলি-ঘনত্ব **দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭ শতাংশে** দাঁড়িয়েছে। সেইসাথে ইন্টারনেট-ঘনত্ব বেড়ে হয়েছে **২৫ শতাংশ।**

বাংলাদেশে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে **২০ লাখ আখ ক্রয় আদেশ** পাঠানো হয়েছে যা “পুর্জি” নামে পরিচিত।

থ্রিজি
মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য একটি অনুঘটক

ডিজিটাল যুগ একুশ শতকের এক বাস্তবতার নাম। যোগাযোগ, তথ্য, দলগত প্রচেষ্টা, গণমাধ্যম, বিনোদন, ব্যাংকিং, ই/এম-কমার্স ও পেমেন্টস্, বিজ্ঞাপন, সাক্ষাৎ বা সামাজিক যোগাযোগ থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই আজ ডিজিটাল প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের বিশ্বাস, আগামীতে থ্রিজি/ফোরজি/এলটিইই হবে ডিজিটাল জাতিগঠনে বাংলাদেশের পথচলার অন্যতম সঙ্গী।

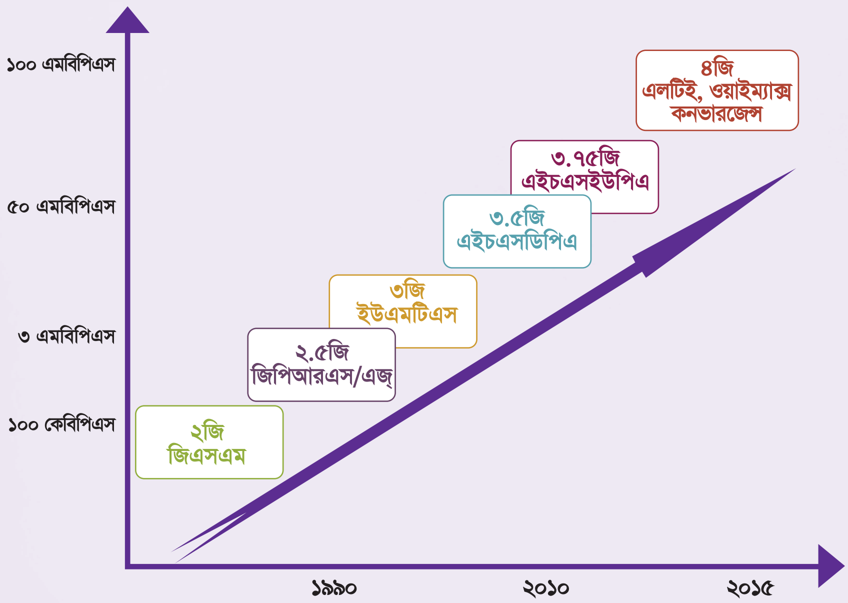

মোবাইল টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিবর্তন

বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোন গ্রাহক বৃদ্ধির সংখ্যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আইটিইউ-এর জরিপমতে ২০০৫ থেকে ২০১৩ সালের প্রথমার্ধে মোবাইল ফোনের মোট গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ শত ৮০ কোটিতে এবং বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৭ শত ১০ কোটি গ্রাহকের মাইলফলক স্পর্শের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের মোবাইল ফোন ব্যবহারের সংখ্যা ১০০ শতাংশে পৌঁছলে বাজার বৃদ্ধির হার কমে আসবে।

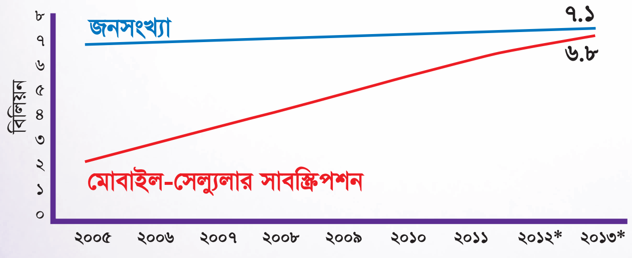

সূত্র: আইটিইউ ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন/আইসিটি ইন্ডিকেটর ডাটাবেজ
নোট: *আনুমানিক

মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় বিশ্বের মোট জনসংখ্যাকে ছুঁয়ে ফেলছে

একটি হিসাবমতে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালের মধ্যে বিশ্বে প্রায় ৩ শত ৩০ কোটি স্মার্টফোন ব্যবহৃত হবে। মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভিডিও কনটেন্ট-এর ব্যবহার ক্রমেই বাড়তে থাকবে। তবে মোবাইল নেটওয়ার্ক কী পরিমাণ ভিডিও কনটেন্ট ধারণ করতে পারবে তা নির্ভর করছে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর। এখানে লক্ষণীয় যে, ব্যবহারকারীর ডাটা ব্যবহারের পরিকল্পনা, স্ক্রিনের পরিমাপ ও রেজল্যুশন, হ্যান্ডসেটের কার্যক্ষমতা ও গুণগত মান এবং নেটওয়ার্কের কার্যক্ষমতার সমন্বয় ডাটা ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবে।

এরিকসনের এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২ সালের প্রথম প্রান্তিক থেকে ২০১৩-এর প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত ডাটা'র ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতি বছরই এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট অ্যাপস্ ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল ডাটা ট্রাফিক বৃদ্ধি পাবে। ২০১৮ সালের শেষার্ধে মোবাইল ডাটার ব্যবহার ১২ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্ব আজ চাহিদার এক চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। বর্তমানে ব্রডব্যান্ডের সুবাদে মানুষ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও সমাজ সবাই তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধা নিতে পারছে। বর্তমান সময়ে সর্বক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সংযোগ বিশ্বের সব জায়গায় কমবেশি একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সমাজের সব ক্ষেত্রেই ডিজিটালাইজেশন ছড়িয়ে পড়েছে এবং চাইলেই যেকোন সময় যেকোন স্থানে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। যেহেতু জীবনের সকল স্তরে ডিজিটাল স্পর্শ করছে, ফলে এটা আমাদের সমাজ, শিল্প, রাষ্ট্রীয় সেবা ও ব্যক্তিগত জীবনে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

ব্রডব্যান্ডের অর্থনৈতিক প্রভাব

ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড কোম্পানি'র গবেষণানুযায়ী "ব্যক্তিগত ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার ১০ শতাংশ বৃদ্ধিতে জিডিপি বৃদ্ধি পায় ০.১ থেকে ১.৪ শতাংশ" এবং "মানব সম্পদ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিত্যনতুন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামগ্রিক সমাজকল্যাণে ব্রডব্যান্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।"

ব্রডব্যান্ড যে অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখতে সক্ষম তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যেমন: ১০০০ জন নতুন ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী ৮০টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার প্রতি ১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধিতে গড়ে ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়, ২০১১ সালে চালমার্স ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি ও আর্থার ডি লিটল এবং এরিকসনের এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রডব্যান্ডের গতি দ্বিগুণ হলে ০.৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়। একই গবেষণানুযায়ী ইন্টারনেটের গতি ৪ গুণ বাড়লে জিডিপি-তে যুক্ত হয় অতিরিক্ত ০.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি।

বস্তুত, বাংলাদেশেও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে টেলিযোগাযোগের প্রভাব ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি। ২০০৭ সালে ডেলোয়েট অ্যান্ড টচে-এর এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে মোবাইলের ব্যবহার ১ শতাংশ বৃদ্ধিতে ০.১২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক জিডিপি-তে ইন্টারনেট ২.৬ শতাংশ অবদান রাখতে পারে এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার ১০

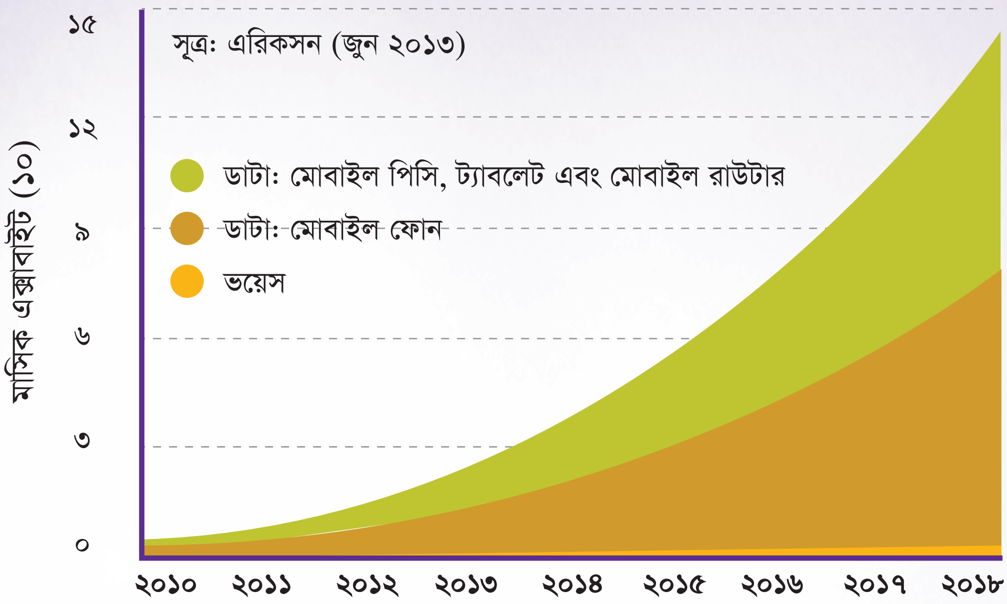

বৈশ্বিক মোবাইল ট্রাফিক: ভয়েস এবং ডাটা, ২০১০-২০১৮

শতাংশ বৃদ্ধি পেলে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে ২০২০ সালের মধ্যে ১২৯,০০০ এরও বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী এই জিডিপি প্রবৃদ্ধি আসবে ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট আয়ের নতুন নতুন উৎস এবং চাকরি, উৎপাদনশিল্প ও কৃষিতে বাড়তি উৎপাদনশীলতা থেকে।

উচ্চমানের থ্রিজি সেবার মাধ্যমে ব্যবসায় ও গ্রাহককে ডাটা সেবা দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে মোবাইল সেবার। যেসব দেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার যত বেশি সেসব দেশে মোবাইল খাতে মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণও তত বেশি। মোবাইল খাতে উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিধায় মোবাইলের ব্যবহারকে সমষ্টিগত জিডিপি উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়।

দেশব্যাপী বিস্তৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক যোগাযোগের খরচ কমায়, কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করে এবং থ্রিজি সেবা তথ্য আদান-প্রদানকে আরো সুবিধাজনক ও গতিশীল করে। মূলধন ও শ্রমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হলে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় যার প্রভাব জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পরে এবং এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের জন্য এই অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে হলে ব্রডব্যান্ড ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের প্রতিটি কোণে এবং হতে হবে সাশ্রয়ী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল রেখে তরঙ্গ বরাদ্দ হলে স্বল্পমূল্যের ডিভাইসের মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সুবিধা পেতে সাহায্য করবে, এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের ওপর ভিত্তি করে মানসম্পন্ন নেটওয়ার্ক সরবরাহ করতে পারবে অপারেটররা। পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম বরাদ্দ পেলে অপারেটররা সবচেয়ে কম খরচে তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে পারবে।

ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে বৃহত্তর নীতিমালা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আর এর মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সুফল পৌঁছে যাবে মানুষের দোরগোড়ায়। বাংলাদেশে সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সেবা পেতে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ খরচ কমানোর সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত, যদিও জনসাধারণ এর কোনো সুফল এখনও পাচ্ছে না, কিন্তু সিমের ওপর ধার্য কর হ্রাস– মোবাইল অপারেটররা যা সম্পূর্ণরূপে মওকুফের পক্ষপাতি, এবং স্পেকট্রাম ফি বাস্তবসম্মত পর্যায়ে নামিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সরকারি কোষাগারে অন্যতম কর প্রদানকারী হওয়া সত্ত্বেও মোবাইল অপারেটরদের বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেমন: টুজি লাইসেন্স নবায়নে ১৫ শতাংশ ভ্যাট অব্যাহতি প্রসঙ্গের নিস্পত্তি, থ্রিজি ভ্যাট প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, থ্রিজি সেবা সর্বসাধারণের জন্য চালু হলে সরকারের কর কর্তৃপক্ষ এটাকে সাশ্রয়ী ও আকর্ষণীয় করার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য থ্রিজি সুবিধাযুক্ত হ্যান্ডসেট-এর ওপর থেকে কর/ভ্যাট কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পরিশেষে বলা যায় যে, একটি পূর্ণাঙ্গ ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ব্যতীত থ্রিজি লাইসেন্স বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মতো একটি ইতিবাচক ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোবাইল অপারেটরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

থ্রিজি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে থ্রিজি সেবা চালু হওয়ার ফলে বদলে যাবে বাংলাদেশের ডাটা ও ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের চিত্র । উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধার পাশাপাশি যেসব সেবায় উচ্চ ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয় গ্রাহকরা সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এখন থ্রিজি (তৃতীয় প্রজন্ম)-এর সাফল্য নির্ভর করছে এই আধুনিক প্রযুক্তি ও ডাটা সেবা কতটা সফলভাবে মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তোলা যায় তার ওপর এবং সেই সাথে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এটা আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার যে, যেহেতু আমাদের বিস্তৃত কোন স্থায়ী নেটওয়ার্ক নেই তাই বাংলাদেশে মোবাইলই হতে যাচ্ছে ইন্টারনেট ও ডাটা সেবা পাওয়ার প্রধান মাধ্যম।

আমরা ধারণা করছি যে, বাংলাদেশে প্রায় ৬০ লক্ষ কম্পিউটার রয়েছে এবং প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩৫০,০০০ পিসি/ল্যাপটপ বিক্রি হচ্ছে। পিসি/ল্যাপটপ থেকে মোবাইল হ্যান্ডসেট ও ডিভাইসের সংখ্যা বহু আগেই বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; বর্তমানে মোবাইল ফোন গ্রাহক প্রায় ১০ কোটিরও বেশি এবং প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি মোবাইল ফোন বিক্রি হচ্ছে। সবার কাছে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া ও একটি ব্রডব্যান্ড ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য গ্রাহকবৃদ্ধির এই বিপুল হারের সুবিধা কি আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ নয়? আজ আমাদের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৯৫ শতাংশ মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

অর্থনৈতিক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার জন্য জিডিপি-তে মোবাইল যোগাযোগ খাত উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল যোগাযোগ এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আইসিটি সমস্যার সমাধানগুলো সামগ্রিক খাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

যদিও একটি বিতর্ক চলছে যে আমরা থ্রিজি-কে টপকে সরাসরি এলটিই-কেই গ্রহণ করবো কি না! তত্ত্ব অনুযায়ী এটি খুবই সম্ভবপর একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবহারের হার এবং এলটিই হ্যান্ডসেট/টার্মিনাল মূল্য বিবেচনা করলে প্রমাণিত হবে যে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবসার ক্ষেত্রে এক ধাপ সামনে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ কতটা প্রয়োজন। থ্রিজি এবং এলটিই-এর মধ্যকার সময়ের ব্যবধান কতটা সংক্ষিপ্ত হতে পারে তা নির্ভর করে মাল্টি ব্যান্ড/টেকনোলজি টার্মিনাল ডিভাইস প্রযুক্তি গ্রহণের হার ও এর বিস্তারের উপর। এটা এখন সুস্পষ্ট যে অধিকাংশ থ্রিজি স্মার্টফোন থ্রিজি এবং এলটিই উভয়ই সমর্থন করে, তাই থ্রিজি ভিত্তিক বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাজার এলটিই ডিভাইসের দিকে ঠেলে দিবে।

উল্লেখ্য যে, থ্রিজি বাস্তবায়নের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তবে ফোর জি/এলটিই-এর নেটওয়ার্ক ও সেবা পরিকাঠামোর জন্য আরো নতুন বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সুতরাং, দেশের দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ন্ত্রক এবং আইনি অবকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারীর নিশ্চয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মোকাবিলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি প্রযুক্তিকে টপকে অন্যটিতে লাফ দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে টেলিকম নিয়ম, নীতি ও আইন আপগ্রেড করার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে, অন্যদের মতো সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইন ও নিয়ম-নীতি গ্রহণ এবং বর্তমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আমাদের নীতিমালা আধুনিকায়ন ও সংশোধন করতে পারি। তাই একটি উদ্ভাবনী ও বিনিয়োগ-বান্ধব আধুনিক টেলিকম পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবি আমাদের।

ব্রডব্যান্ড সেবার ক্ষেত্রে কনটেন্ট-ই রাজা! ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের চালিকাশক্তি হলো নতুন উদ্ভাবনী সেবা ও সমৃদ্ধ কনটেন্ট, আমাদের গ্রাহকরা ইতোমধ্যেই উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের পাশাপাশি তাদের জীবনশৈলী ও পেশাগত চাহিদা মেটাতে পারে এমন কনটেন্ট-এর দাবি তুলেছেন। যেকোন সৃজনশীল কাজ যা ডিজিটালি বিতরণ সম্ভব হবে তা ডিজিটাল বিশ্বের কনটেন্ট হিসেবে গণ্য হবে। এটি হতে পারে একটি শিল্পকর্ম, একটি ছবি, কোন গানের অংশ অথবা একটি সফ্‌টওয়্যার টুল যা প্রতিদিনের কাজের নোট রাখে। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশে কনটেন্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন ইকোসিস্টেম যথেষ্ট উন্নত না হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে গ্রাহকের চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। উপরন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ কনটেন্টই নিয়ন্ত্রণ করে হ্যান্ডসেট বিক্রেতারা এবং অ্যাপল আইওএস, অ্যানড্রয়েড এবং ব্ল্যাকবেরীর গণ্ডির মধ্যেই কনটেন্ট-এর সহজলভ্যতা সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই হ্যান্ডসেটগুলোর অধিকাংশই ব্যয়বহুল এবং যা সাধারণ জনগণের সাধ্যের বাইরে। কনটেন্ট উন্নত করতে চাইলে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন। যেমন- যোগান ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই কনটেন্ট বাজার নির্মাণ, কনটেন্ট-এর আইপিআর, ডেভেলপারদের জন্য সঠিক উদ্দীপক, পেমেন্ট প্রক্রিয়া এবং সকল ডিভাইস ব্যবহারকারীর কনটেন্ট অ্যাডাপ্টেশন সক্ষমতা।

অন্যান্য খাতের সাথে একত্রীকরণ করতে হলে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ও প্ল্যাটফর্ম-এর জন্য নতুন নতুন সেবা চালু করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, মোবাইল অপারেটরদের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ব্যাংকিং সিস্টেম ও পেমেন্ট সিস্টেম একত্রীকরণে প্রয়োজন হবে এম-কমার্স সেবা যা অনলাইন লেনদেনের পথ প্রসারিত করে, টাকা স্থানান্তর ও বিল পরিশোধ সেবা ইত্যাদি প্রদান করে। অন্যান্য মোবাইল ভিত্তিক সেবা যেমন এম-হেলথ, এম-এডুকেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুরূপ একত্রীকরণ প্রয়োজন হবে। সাধারণত এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং এটিকে আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং করে তুলবে এমন নির্দিষ্ট বাজার চাহিদা মেটাতে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রয়োজন। স্ট্রিমলাইন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নতুন সেবা দ্রুত ব্যবহারের জন্য যদি সম্ভব হয় এই ধরনের স্ট্রিমলাইন প্রক্রিয়ায় কোন নির্দিষ্ট মান গ্রহণ করা উচিত।

একবার আমাদের গ্রাহকদের জন্য এই নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারলে আমরা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবো। বাস্তবিক অর্থে এর মানে হলো আমরা আমাদের গ্রাহকদের সন্তুষ্ট রাখবো তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা মান প্রদানের মাধ্যমে। আমরা বিশ্বাস করি যে সকল প্রকার গ্রাহক, হতে পারে সে একজন ব্যক্তি, একজন এসএমই অথবা বড় ধরনের এন্টারপ্রাইজ, প্রত্যেকের জন্যই থ্রিজি'তে কিছু না কিছু অফার থাকবে। উচ্চ গতিসম্পন্ন

প্রবেশাধিকার মানুষের হাতে চলে এলে উৎপাদনশীলতা এবং কার্যকারিতা বেড়ে সে হয়ে উঠবে ক্ষমতাবান। ইতোমধ্যেই আমরা এর অনেক উদাহরণ দেখতে পেয়েছি। একটি সহজ পরিষেবা যেমন- এসএমএস ভিত্তিক কলেজ ভর্তি প্রক্রিয়াকে কতটা সহজ করেছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক হয়রানি কমিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ ও প্রার্থী উভয়ের সময় বাঁচিয়েছে। একই সাথে এটি দ্বারা ভর্তি প্রক্রিয়ার সততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন একটা সময় আসবে যখন সকল সরকারি সেবাসমূহ ডিজিটালাইজড করা হবে এবং আমরা আমাদের মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে নিজের সুবিধা অনুযায়ী সেগুলো উপভোগ করতে পারবো।

স্পেকট্রাম সহজলভ্যতা, বিশেষ করে সাদৃশ্যবিধানকারী আইএমটি-২০০০ ব্যান্ডস মোবাইল ব্রডব্যান্ড সফলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দেশে স্পেকট্রাম মান ধার্য করতে একটি উপযুক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ প্রয়োজন, যাতে বেশিরভাগ যোগ্যপ্রার্থীর ক্ষেত্রে যথাসময়ে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা যায়, পর্যাপ্ত পছন্দের অপশন এবং ন্যায্য মূল্য প্রদান সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইএমটি স্পেকট্রাম ব্যান্ড সময়োপযোগী হিসেবে চিহ্নিত এবং মোবাইল খাতের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যেমন- এপিটি (এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি) সংরক্ষিত করা উচিত। প্রযুক্তির পূর্ণ নিরপেক্ষতা অনুমতি প্রদান করলে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে এবং সকল ব্যান্ডের সেবা নিরপেক্ষতা থাকলে অপারেটররা ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্রযুক্তি ও স্পেকট্রাম বেছে নিতে পারবে। স্পেকট্রামের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতা এবং সেবাসমূহ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে অপারেটরদের বেশি সুবিধা প্রদান করবে। বিশেষ করে মূল্য নির্ধারণ করতে কোন পদ্ধতি স্পেকট্রামের জন্য অনুসরণ করা হবে? দেশের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক মানদণ্ড এবং বিনিয়োগের জন্য স্পেকট্রামের মূল্য বিবেচনা করা উচিত। বাজারের উপর নির্ভর করতে প্রয়োজন একটি যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ এবং বাজারই মূল্য স্থির করুক; যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো উন্মুক্ত নিলাম প্রক্রিয়া।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার

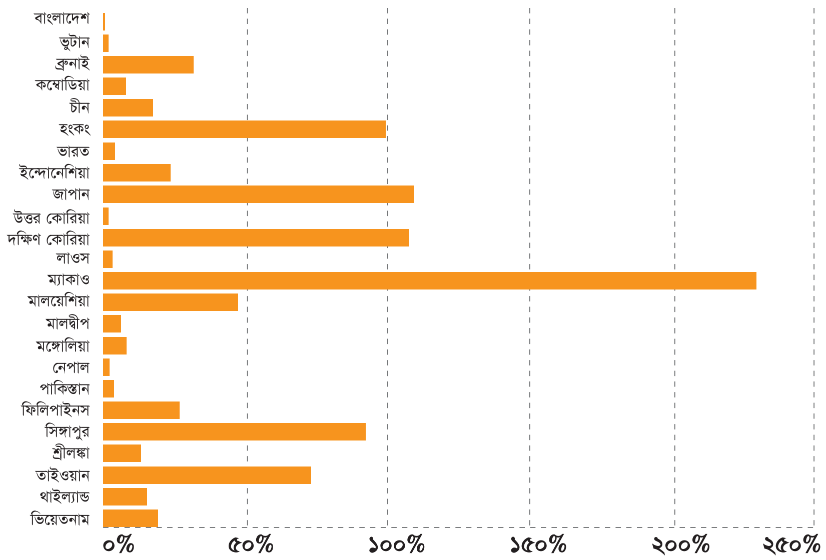

সূত্র: ওয়্যারলেস ইন্টিলিজেন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আমাদের গ্রাহকদের হ্যান্ডসেট ও ডিভাইস অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারনেট ও অন্যান্য সেবা সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের করতে হবে। অপারেটরদের মাধ্যমে হ্যান্ডসেটের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ কিস্তি প্রদান করলে গ্রাহকের উপর খরচের বোঝা কমানো সম্ভব হবে। ব্যাপক সমালোচিত থ্রিজি ভিত্তিক গ্রাহকের দিকে একবার পৌঁছাতে পারলে, স্থানীয় বাজারে ডিভাইস মূল্যের তীব্র পতন ঘটবে বলে আমরা আশা করছি। ট্যাবলেটস-এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে এবং বর্তমান উন্নত বাজারে পরিলক্ষিত হয় যে এই ধারাটিই ল্যাপটপের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। প্রক্রিয়াকরণ শক্তি এবং সংগ্রহস্থল বেশিরভাগই ক্লাউড কম্পিউটিং-এ রক্ষিত থাকে, যা আগামীতে ট্যাবলেট বিক্রিতে সুবিধা প্রদান করবে। এই কারণে ব্যয়বহুল ডিভাইস ছাড়াই মানুষ ক্লাউড অবকাঠামো সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

ডিভাইসের ত্রুটিবিহীন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের অনেক গ্রাহক একই বা অনুরূপ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের ইচ্ছা রাখে যেমন: ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি, মাল্টিপল ডিভাইসের মধ্যে: ফোন, ট্যাবলেট, পিসি এবং একাধিক অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি। গ্রাহক সর্বব্যাপী উপভোগ করতে পারেন এমন ভাবে সেবার প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন করা উচিত। শেষ পর্যন্ত বলতে হয় যে, সহজ এবং নিরাপদ তথ্য বহনযোগ্যতা, ডিভাইস সংক্রান্ত তথ্য এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার সুবিধার্থে সামগ্রিক ব্যবহার উন্নত করা উচিত।

ইন্টারনেট নিরাপত্তা, ডাটা সুরক্ষা এবং গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে আগামীতে আরো বেশি বেশি নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমরা। থ্রিজি'র মাধ্যমে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের উন্নয়নের সাথে আমরা আশা করছি যে গ্রাহক আরো অনেক নতুন নতুন সেবা উপভোগ করতে পারবেন, যেমন- ব্যক্তিগত, ব্যাংকিং, আর্থিক এবং ইন্টারনেট ও ডাটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যান্য লেনদেন সম্পন্ন করা ইত্যাদি। উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে, এই পরিষেবাগুলো টেকসই হবে না এবং থ্রিজি সেবা ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হবে। সর্বোপরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যৌথ সমাধান হলো সম্পূর্ণ মূল্য শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার হিসেবে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এতেই শেষ নয়, এই ডিজিটাল যুগে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ডিজিটাল জাতি হয়ে উঠছি, তথ্য সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক প্রবেশাধিকার সহযোগিতা প্রদানসহ ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। থ্রিজি আমাদের স্বপ্নপূরণ করবে। এই নতুন প্রযুক্তি চালু হলে সচেতনতা তৈরি এবং দ্রুততর ইন্টারনেট সেবা প্রদান সম্ভব হবে। ব্রডব্যান্ড সেবার সুবিধা দ্বারা মানুষকে সচেতন করতে হলে বিশেষ প্রকল্প এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি গ্রহণে ভয় অপসারণ সহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সেবা ছড়িয়ে দিতে হবে।

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

> "সিটিসেল একটি গ্রাহককেন্দ্রিক ব্র্যান্ড। গ্রাহকের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে আমাদের অনন্য সেবা অব্যাহত থাকবে"

প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহবুব চৌধুরী বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত "ConneXion"-এ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান খাতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং টেলিযোগাযোগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ খাত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)-এ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত। ২০০১ সালে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে যেখানে মোবাইল অপারেটরদের অবদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৯ শতাংশ ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০.৪ শতাংশে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কারণ, ব্যাপক হারে বৈদেশিক বিনিয়োগ টেকসই অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল অপারেটররা সরকারকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কর দেয়, যা জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক। টেলিযোগাযোগ খাত এ দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, ২০০৪ সালে যে গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ ২০১২ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৬৫ শতাংশে। ২০১৩-এর মার্চ মাসে বাংলাদেশে মোবাইল মোট গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটিতে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী একটি সাধারণ উন্নয়নশীল দেশের প্রতি ১০০ জনে অতিরিক্ত ১০টি মোবাইল ফোনের ব্যবহার জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ০.৬ পারসেন্টেজ পয়েন্ট যুক্ত করে, এবং উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে এই প্রভাব প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং এ খাত দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। মোবাইল ইন্টারনেট সেবা, এম-কমার্স সেবা, মূল্য সংযোজন সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথকে করেছে সুগম। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পরিচালন খরচ কমাতে ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে যা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি, মোবাইল ইকো সিস্টেম বাংলাদেশকে দিয়েছে মানসম্মত সেবার সাথে সর্বাধুনিক মোবাইল প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

আপনি কি মনে করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

অবশ্যই। একটি সুনির্দিষ্ট রোড ম্যাপ মোবাইল অপারেটরদেরকে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করবে। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রোড ম্যাপ অপরিহার্য। দীর্ঘমেয়াদী রোড ম্যাপ টেলিযোগাযোগ বাজারকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। রোড ম্যাপের সর্বোচ্চ সুফল পেতে বিবেচনায় আনতে হবে যে, এটি যেন এ খাত-সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে করা হয় এবং এর নীতিমালা যেন দীর্ঘমেয়াদী ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল অপারেটররা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল অপারেটরদের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনার জন্য অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের সাথে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ অপরিহার্য। আমরা আশাবাদী যে, একটি সঠিক দীর্ঘমেয়াদী টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে ইন্টারনেট ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার সমন্বয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি আমরা।

> *মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চহারের কর। জাতীয় রাজস্বে সবচেয়ে বেশি কর দিয়ে থাকে টেলিযোগাযোগ খাত সুতরাং এ খাতের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারের সহযোগিতা কাম্য। কর অপসারণ করা হলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, ফলে তারা এ প্রযুক্তির সুবিধা উপভোগ করতে পারবে।*

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

আমরা যখন সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন সেবার কার্যক্রম শুরু করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মোবাইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুবিধা গ্রাহকদের জন্য নিশ্চিত করা। সময়ের সাথে সাথে ভয়েস সার্ভিস পার হয়ে আমরা এখন ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিচ্ছি দেশের প্রতিটি প্রান্তে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সবার কাছেই মোবাইল ব্রডব্যান্ডের পথিকৃৎ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের 'জুম আলট্রা'। আমরা সবাই জানি যে, মোবাইল ইন্টারনেট বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ধীরে ধীরে এটা বিলাসিতার আবরণ ভেদ করে নিত্য প্রয়োজনীয় এক অনুষঙ্গে পরিণত হচ্ছে, এবং আমাদের বিশ্বাস– থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হলে আগামী দিনগুলোতে আমাদের গ্রাহকরা ডাটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো নিত্য নতুন সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আর্থিক সেবাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এম-কমার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি মোবাইল ভিত্তিক পণ্যের মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের অধিকাংশ লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং দেশের ব্যাংকিং খাতে নিয়ে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আর এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দ্বার প্রান্তে। সিটিসেল এরই মধ্যে ডাচ বাংলা ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দিতে শুরু করেছে। ডিবিবিএল সারাদেশে বিস্তৃত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে এই সেবা পরিচালনা করছে। উপরন্তু, সিটিসেল ডিবিবিএল-সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশের সবচেয়ে গতিসম্পন্ন ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সেবা জুম আল্ট্রা'র মাধ্যমে মোবাইল এটিএম ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও এটা আমাদের জন্য খুবই সম্মানজনক একটা ব্যাপার যে, এই ডাটা আদান-প্রদানে দক্ষতার কারণে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তাদের দেশব্যাপী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ কার্যক্রমে জুম আল্ট্রা-কে ব্যবহার করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম, বহুজাতিক কোম্পানি, শীর্ষস্থানীয় দেশী কোম্পানি, এসএমই, এনজিও, ফার্মাসিউটিক্যাল, দাতা সংস্থা, দূতাবাস, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের যোগাযোগের মূল ডিভাইস হিসেবে আস্থা রেখেছে জুম আল্ট্রা'র ওপর। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, অধিকাংশ সচিব, ডিসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের পেশাগত কাজে জুম আল্ট্রা ব্যবহার করেন। সরকারের "ভিশন ২০২১" লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার কাউন্সিল এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য অধিকার প্রকল্পের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে সিটিসেল। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো দেশজুড়ে বিস্তৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাটা সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনের লক্ষ্যপূরণ করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "তথ্য অধিকার প্রকল্প"-এর অনন্য পদক্ষেপ মালয়েশিয়া যেতে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইন নিবন্ধনের জন্য দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের ডাটা এন্ট্রি উদ্যোগের মতো কার্যক্রমে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়ে সিটিসেল অত্যন্ত আনন্দিত।

ট্রাস্ট ব্যাংক মোবাইল আর্থিক সেবাও দিচ্ছে সিটিসেল। আমাদের মানিব্যাগ রেমিটেন্স সেবা সিটিসেল ও অন্যান্য অপারেটরের গ্রাহক উভয়কেই দিচ্ছে এবি ব্যাংকের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য ও যুক্তরাজ্য থেকে আসা রেমিটেন্স গ্রহণের সুবিধা। মোবাইল মূল্য সংযোজন সেবার বাজার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে– অনেক অভিনব মূল্য সংযোজন সেবা বাজারে আনছে অপারেটররা। সিটিসেল সবসময়ই গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যনতুন মূল্য সংযোজন সেবা প্রদান করছে ।

দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের অন্যতম একটি উদ্যোগ হলো অপারেটরদের মধ্যে অবকাঠামো ভাগ করে নেওয়ার চুক্তিটি। অবকাঠামো ভাগাভাগি অপারেটরদের প্রান্তিক খরচ কমাতে সাহায্য করে। আমরা আশা করব শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধ্যবাধকতার জন্য নয় বরং বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এটা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। আমার মতে আরেকটি সম্ভাবনার ক্ষেত্র হলো স্থানীয় অ্যাপ্লিকেশন ও কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, সঠিক মনোযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে যা ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনতে পারে, তথাপি এ খাতটি সঠিক ও উপযুক্ত নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করা হচ্ছে না।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চহারের কর। জাতীয় রাজস্বে সবচেয়ে বেশি কর দিয়ে থাকে টেলিযোগাযোগ খাত সুতরাং এ খাতের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারের সহযোগিতা কাম্য। কর অপসারণ করা হলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, ফলে তারা এ প্রযুক্তির সুবিধা উপভোগ করতে পারবে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার ও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

২০ বছর আগে যাত্রা শুরু করা মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ডাটা সেবাসহ বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজন সেবা মানুষের জীবনযাত্রায় এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। থ্রিজি ও তথ্য সেবা বিধান চালু থাকলে এ খাত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে সর্ববৃহৎ অবদানের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবে। বর্তমানে এ খাতের গ্রাহক বৃদ্ধি নির্ভর করছে গ্রামাঞ্চলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর, তাই এটা ব্যাহত হলে গ্রাহকপ্রতি গড় আয় কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহকপ্রতি গড় আয় হ্রাসকে মূল্য সংযোজন সেবা ও ডাটা সেবা বৃদ্ধির সাহায্যে সংযত করতে হবে। থ্রিজি, ফোরজি ও এলটিই-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি দেশে চালু হতে যাচ্ছে। সিটিসেল সারাদেশে চালু করেছে নেটওয়ার্ক সেবাসহ মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে পথিকৃত ব্র্যান্ড জুম আল্ট্রা। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের মোবাইল আর্থিক সেবা একটি বড় অংশের গ্রাহকের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে ইতিবাচক পরিবর্তন। লাইফস্টাইল ওয়েব পোর্টাল, ওয়েবশহর আমাদের জীবনধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সর্বোপরি, এ খাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক মানদণ্ড অর্জনের পাশাপাশি অবকাঠামো শেয়ারিং আরো বাড়ানো গেলে এ খাতের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দিকগুলোর সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

২০১৩ থেকে ২০১৫-তে আপনার পরিকল্পনা কী?

অভিনব যোগাযোগ, তথ্য ও প্রযুক্তি সমাধানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের পণ্য ও সেবা প্রদান করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সিটিসেল একটি গ্রাহককেন্দ্রিক ব্র্যান্ড। ভয়েস ও ডাটা সেবা উভয় ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান উদ্যোগগুলো গ্রাহকদের নিত্যনতুন চাহিদা মেটানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে। থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হলে গ্রাহকদের আরো গতিসম্পন্ন ডাটা সেবা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেব আমরা। সর্বোপরি বলা যায় যে, গ্রাহকের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে আমাদের অনন্য সেবা অব্যাহত থাকবে।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ডস-এ ইমার্জিং মার্কেট ইনিশিয়েটিভ শাখায় পুরস্কার অর্জন করে সিটিসেলের ইন্টারনেট সেবা 'জুম আল্ট্রা'।

জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা ২০১৩-২০১৪

মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের দৃষ্টিকোণ থেকে

করভারে জর্জরিত ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জটিলতায় ন্যুজ মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বয়ে এনেছে একরাশ হতাশা।

বিরাজমান কঠিন ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের কাছ থেকে কিছু অর্থপূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যাশা ছিল এ খাতটির, কিন্তু সবাইকে হতাশ করে এবারের বাজেটে এ খাতের জন্য প্রায় কোনো প্রণোদনার ব্যবস্থাই রাখেনি সরকার।

উপরন্তু, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য কর্পোরেট করের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এই কর বৃদ্ধি বাকি মোবাইল অপারেটরদের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবনা (আইপিও)-এর মাধ্যমে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তিতে নিরুৎসাহিত করবে।

পুঁজি বাজারে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে করে অনেক মোবাইল অপারেটরই তালিকাভুক্তির ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নয়, যেহেতু ৬টি অপারেটরের মধ্যে ৫টিই এখনো পর্যন্ত লোকসানের তালিকায় রয়েছে।

বর্তমানে শুধুমাত্র একটি কোম্পানি পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং সবেমাত্র আরেকটি কোম্পানি গণপ্রস্তাবনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

কোম্পানিগুলোকে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করতে কর প্রণোদনা দেওয়া হয়, এবং এই সুবিধা বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটিকে ২০০৯ সালে তালিকাভুক্তির সময় দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এখন তালিকাভুক্ত অপারেটরদের জন্য কর্পোরেট কর ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার মধ্য দিয়ে সরকার সে সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলল, যেখানে অতালিকাভুক্ত অপারেটরদেরকে দিতে হবে ৪৫ শতাংশ কর্পোরেট কর।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন যে, তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত অপারেটরদের মধ্যে করহারের বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা কমিয়ে আনতেই এই বিধান রাখা হয়েছে।

এই প্রস্তাবিত বিধানটি দেশের একমাত্র তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোনের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

করের এই হার বৃদ্ধি খুবই দুঃখজনক। মোবাইল অপারেটররা যেখানে কর কমিয়ে আনার প্রত্যাশা করছিল সেখানে সরকার এ খাতের ওপর আরো বেশি করের বোঝা চাপিয়ে দিল, যে খাতটিই কিনা সরকারি কোষাগারে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কর দিয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্যতম বৃহৎ উৎস।

প্রস্তাবিত বাজেটে শুধু একটিমাত্রই প্রণোদনার ঘোষণা করা হয়েছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য, আর তা হলো সিম কার্ড আমদানির ওপর সম্পূরক শুল্ক (এসডি) হ্রাস।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, টেলিযোগাযোগ খাতের বাজার সম্প্রসারণের জন্য সিম কার্ডের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে ৩০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত ইতোপূর্বে সরকার কর্তৃক সিম কার্ডের কর কমিয়ে ৩০০ টাকা ধার্যের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল। যদিও কর্তৃপক্ষ সিম কার্ডের কর সম্পূর্ণরূপে অপসারণের আশ্বাস দিয়েছিল। বিশ্বের বহু দেশে সিম কার্ডের ওপর কোনো কর ধার্যের বিধান নেই। সিম কার্ডের ওপর আরোপিত কর উৎপাদনশীলতার প্রতিবন্ধক এবং মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের বাজার সম্প্রসারণের জন্য হুমকিস্বরূপ, আর এ কারণেই অপারেটররা সিম কার্ড অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে মাত্র ১০০ টাকা করে বিক্রি করে থাকে, কিন্তু করের কারণে এখন গ্রাহককে প্রতিটি সিম কিনতে হচ্ছে ৩০০ টাকা দিয়ে।

দেশ	প্রান্তিক কর্পোরেট ট্যাক্স রেট (টেলকো)
বাংলাদেশ	৪০.০ - ৪৫.০ %
চীন	২৫.০ %
মালয়েশিয়া	২৫.০ %
ভিয়েতনাম	২৫.০ %
থাইল্যান্ড	২০.০ %
ইউক্রেন	১৯.০ %
সিঙ্গাপুর	১৭.০ %
সার্বিয়া	১৫.০ %

*সূত্র: আর্নস্ট এন্ড ইয়াং কর্পোরেট ট্যাক্স গাইড ২০১৩

একই সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর এক সাধারণ নির্দেশনার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যে, লাইসেন্স বা তরঙ্গ বরাদ্দ ফি বা চার্জ বা রয়ালটি বা নবায়ন ফি-এর ওপর "হ্রাসকৃত ট্যারিফ মূল্য" শুধুমাত্র থ্রিজি লাইসেন্স ইস্যু অথবা নবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, "হ্রাসকৃত ট্যারিফ মূল্য"-এর প্রক্রিয়াটি টেলিযোগাযোগ খাতের দীর্ঘদিনের দাবি ভ্যাট মওকুফের বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করে এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনাকে সীমিত করে। বিগত ২৬ জুলাই, ২০১২-এ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভায় এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার ভ্যাট মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

"হ্রাসকৃত ট্যারিফ মূল্য" ধারণাটি ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইনের বিধান অনুযায়ী "টোটাল রিসিভেবলস্" এর ভ্যাট গণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা ছিল যে, এনবিআর-এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী থ্রিজি লাইসেন্স-এর হ্রাসকৃত ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট থ্রিজি লাইসেন্স পেমেন্টের "টোটাল রিসিভেবলস্"-এর ওপর হিসেব করা হবে। এছাড়াও এই বিতর্কিত বিষয়টি টুজি লাইসেন্স নবায়ন ফি-এর ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট মওকুফের জন্য কোর্টে যে মামলাটি চলমান আছে তার ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ পর্যায়ে এসে এ ধরনের পদক্ষেপ সত্যিই অনাকাঙ্ক্ষিত।

এছাড়া অপারেটরদের এই দাবিও আছে যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ৪টি লাইসেন্স বরাদ্দের জন্য নিলাম আহ্বানের আগেই এনবিআর থ্রিজি মোবাইল সেবা লাইসেন্স-এর ওপর থেকে ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেবে।

আঁধার কাটলো রবি'র আলোয়

রংপুর শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে কালুয়ার চর গ্রাম। তাজেল আর শহীদুল এই গ্রামেই থাকে ওদের বাবা-মা'র সাথে। ১১ বছর বয়সী তাজেল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী, বিদ্যালয়টি ওদের বাড়ি থেকে এক ঘণ্টার হাঁটা পথ আর ৮ বছরের শহীদুল পড়ে বাড়ির পাশের মাদ্রাসায়। ওদের বাবা জুরান মিয়া একজন দিনমজুর, পরিবারের সবার মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য যাকে দিনান্ত পরিশ্রম করতে হয়।

সূর্যাস্তের পরও জীবন যেন একেবারে থেমে না যায় তাই প্রতিদিন মাদ্রাসা থেকে ফিরে ছোট্ট শহীদুল গ্রামের অন্যান্যদের সাথে লাইনে দাঁড়ায় কেরোসিনের জন্য। তাজেল ও শহীদুলের মা তারাবানু মনেপ্রাণে চায় স্বামীর কষ্ট লাঘবের জন্য কিছু একটা করতে, কিন্তু সংসারে সারাদিন তাকে এত কাজ করতে হয় যে এরপর আর সময় বের করতে পারেনা সে। রাত নামলে এই পুরো পরিবারটি জেগে থাকে একটি মাত্র পুরনো কেরোসিনের বাতির আলোয়, আর তেল ফুরানোর সাথে সাথেই তাদের বাড়িটি ডুবে যায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

কুড়িগ্রামের কালুয়ার চরে অবস্থিত 'রবির আলো'-এর সৌর প্যানেল

৫৫ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষক মোহাম্মদ আলী'র গল্পও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় স্কুলে ছাত্রদের সাথে ব্যস্ততাভরা দিনটি তাকে শেষ করতে হয় বিকেলের মধ্যেই, আর সন্ধ্যা হলেই ঝিমিয়ে আসে চারদিক। প্রয়োজনীয় পড়াশুনা, পরীক্ষার খাতা দেখা এসব তাকে শেষ করতে হয় বিকেল ৫টার মধ্যেই। এরপর শিক্ষক হিসেবে নিজেকে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পড়াশুনার সময় তার হাতে কমই থাকে। আর এসব কাজে কেরোসিনের বাতি ব্যবহার করা তার পক্ষে শুধু ব্যয়সাপেক্ষই নয় স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। এতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায় আর বাতি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় জ্বলতে থাকে চোখ দুটো। মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়ার জন্যও তাকে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়, এর জন্য তাকে তিন মাইল হেঁটে গিয়ে বাড়তি পয়সা খরচ করে চার্জ দিতে হয়।

কালুয়ার চর বাংলাদেশের শত শত বিদ্যুৎ-বিহীন গ্রামের মতোই একটি গ্রাম। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে এ গ্রামটি। সূর্যের সাথে সাথেই বয়ে চলে এখানকার জীবনধারা। যেকোন আধুনিক সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেখানে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা অপরিহার্য, সেখানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার এই বিস্তর ব্যবধান সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী– বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে কমপক্ষে ৩.৫ শতাংশ জিডিপি হারাচ্ছে বাংলাদেশ।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ৪৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় রয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে, যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের বসবাস, সেখানে মাত্র ২২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। যাই হোক, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকলেও এ ঘাটতি পূরণের জন্য সৌরবিদ্যুতের মতো চমৎকার সমাধান আমাদের সামনে রয়েছে। এদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছান এখনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, তাই রবি তার সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় এগিয়ে এসেছে আলোর বার্তা নিয়ে।

রবি'র আলো

তাজেলের গ্রাম কালুয়ার চরের রাতগুলো এখন আর নিস্তব্ধ নয়। রবি মুছে দিয়েছে সে নিস্তব্ধতা। কালুয়ার চরের ১৮০টি পরিবারই এখন একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত। এ গ্রামের প্রায় দুই হাজার অধিবাসী এখন রাতেও করতে পারে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ।

কালুয়ার চরে প্রতিটি বাড়িতে সৌরপ্যানেল স্থাপনের পরিবর্তে ২০টি বড় প্যানেল স্থাপন করেছে রবি, যার মাধ্যমে পুরো গ্রামটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে প্রতিদিন চাহিদানুযায়ী সময়ে ৪ ঘণ্টার জন্য ৭ ওয়াট করে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই ৭ ওয়াট বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হয়। এতে মাত্র ৪ ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ করে ১০০ ওয়াট বাল্বের সমতুল্য আলো পাওয়া যায়।

গ্রামবাসীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় যেমন–পড়াশুনা বা সেলাইয়ের কাজের জন্য ৪ ওয়াট এলইডি বাল্ব, গৃহস্থালী কাজের জন্য ২ ওয়াট এলইডি বাল্ব এবং মোবাইল চার্জ করার জন্য ১ ওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কালুয়ার চরের শিশুরা এখন রাতেও তাদের পড়া তৈরি করতে পারে আর মায়েরাও সারতে পারেন তাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম। মোবাইলে চার্জ দেওয়ার জন্য তাদেরকে এখন আর হাঁটতে হয় না মাইলের পর মাইল।

কুড়িগ্রামের কালুয়ার চরের এক ছাত্রী 'রবির আলো'-তে শিক্ষা গ্রহণ করছে

অবহেলিত ও উপেক্ষিত কালুয়ার চর সবার কাছে আজ এক অনুপ্রেরণার নাম। কালুয়ার চরের সাফল্য অনুসরণ করে কুড়িগ্রামের অন্য আরো বিদ্যুৎ-বিহীন গ্রামেও ছড়িয়ে গেছে রবি'র আলো। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী দু'টি গ্রাম চর জয়কুমার ও কিসমত সিনয়-কে 'রবির আলো' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। গ্রাম দু'টির প্রায় ৪৫০টি পরিবার এখন এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় আলোকিত। এখানে রাত মানেই এখন আর অন্ধকার নয়। সূর্যাস্তের পরও এখন জীবন সচল ও মুখর থাকে এখানে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে যাদের জীবন বাঁধা পড়েছিল সেই কয়েক হাজার গ্রামবাসী আজ অন্ধকারের অভিশাপ থেকে মুক্ত।

প্রফেসর টিম আনউইন
সেক্রেটারি জেনারেল

COMMONWEALTH TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION

> **বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছে, ডিজিটাল অর্থনীতি এই সফলতায় অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে**

কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও)-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর টিম আনউইন-এর সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

বাংলাদেশের বছরে প্রায় ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে। বাংলাদেশ কেন এতো সফলতা অর্জনে সক্ষম হলো তা আমি ভেবে দেখেছি। ডিজিটাল অর্থনীতি এই সফলতায় অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে; যার মাধ্যমে এটি সাফল্যের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশের মাঝে পৌঁছাতে পেরেছে। তারপরেও বেশকিছু এলাকা আছে যেখানে এখনও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দিক থেকে বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগের মতো প্রতিকূলতা থাকলেও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সমতল ভূমির কারণে বাংলাদেশের সুবিধা অনেক বেশি। এজন্যই বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ কভারেজ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো। এদেশে ব্যাপকভাবে কল চার্জ কমানো হয়েছে– আমি শুনেছি এটি বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন– এটা হয়েছে মূলত প্রতিযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের কারণে। এখানে আরো অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অবশ্যই সে পর্যন্ত যেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবার বিস্তার ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কিন্তু তা অনেকটাই নির্ভর করবে কত দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান করা যাবে তার উপর। লাইসেন্সের নিলাম এবং তা কিভাবে সম্পন্ন হবে তার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনা ।

কিভাবে সিটিও বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে?

বাংলাদেশ দীর্ঘসময় ধরে সিটিও-এর একটি শক্তিশালী সদস্য। আমরা কিভাবে আরো ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে কাজ করতে পারি এর সম্ভাবনার দিক গুলো খতিয়ে দেখছি। আমাদের তিনটি কার্যকরী বিভাগ রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। এর একটি অবশ্যই দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং যা হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। তবে এখানকার সরকারি ও বেসরকারি খাতের লোকজন আমাকে দক্ষতা বৃদ্ধির উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন, বিশেষ করে মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে অবশ্যই আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে একটি কথা না বললেই নয়, আমরা যেসব দেশে কাজ করছি তাদের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের লোকদের দক্ষতা আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। এদেশে বেশকিছু ভালো বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই সাথে বেশকিছু দক্ষ লোকজন আছে যারা এই খাতে কাজ করে যাচ্ছে। তাই আমি কিছুটা বিস্মিত যে এখানে এখনও দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা গবেষণা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করতে পারি। সিটিও-এর এইক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা রয়েছে এবং তার অনেকগুলিই বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয় বিষয়টি হলো নানা ধরনের কোর্স ইভেন্ট, কনফারেন্স এবং সম্মেলন আয়োজন। এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারি তা চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত যে সিটিও নানা শ্রেণী-পেশা যেমন: সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজকে একত্রিত করে সহজেই সবকিছুর সমাধান এবং নতুন নতুন ধারণা বের করে নিয়ে আসতে পারে।

এই তিনটি হচ্ছে আমাদের কার্যকরী বিভাগ এবং আমরা ছয়টি বিষয় নিয়ে কাজ করি যার অনেকগুলোই বাংলাদেশের সাথে প্রাসঙ্গিক। আমার অবস্থানকালীন সময় বেশ কিছু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্ব অন্যতম। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। একথাও ঠিক যে আমরা মোবাইল ব্রডব্যান্ড এর মতো বড় একটি বিষয়ের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিবেশ নিয়েও কাজ করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে গত বছর আমরা শ্রীলঙ্কায় একটি রেগুলেটরি পিয়ার রিভিউ মেকানিজম তৈরির কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম এবং আমি এর প্রয়োগের অপেক্ষায় আছি। আমি মনে করি বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে।

> *এখানে অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অবশ্যই সেপর্যন্ত যেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবার বিস্তার ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কিন্তু তা অনেকটাই নির্ভর করবে কত দ্রুত অবকাঠামো নির্মান এবং সেবা প্রদান করা যাবে তার উপর। লাইসেন্সের নিলাম এবং তা কিভাবে সম্পন্ন হবে তার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনা।*

"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ উন্নয়ন আনতে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি ও দিকনির্দেশনা প্রদান" এই মতাদর্শের আলোকে সিটিও কিভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করছে?

এটা সত্যি যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতেই আমরা আমাদের অধিকাংশ কাজগুলো করেছি। সেক্রিটারি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার মূল প্রতিশ্রুতিই ছিল কমনওয়েলথ সদস্যদের চাহিদাগুলো পূরণে আমরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি তার উপায় খুঁজে বের করা। এর জন্যই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কী করতে হবে তা সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে বলে দেওয়ার বদলে তারা কী করতে চায় সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই আমাদের এগিয়ে আসা উচিৎ বলে আমি মনে করি। সেরা একটি কাজ করার চেয়ে ভালো অনেকগুলো কাজ করার পক্ষপাতি

বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস ও
এমটব সাধারণ সম্পাদক টি, আই, এম, নূরুল কবিরের সাথে প্রফেসর টিম আনউইন।

আমি। আমার মনে হয় যে প্রযুক্তি প্রায়শই বৈষম্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ধনী ও শহুরে জনগোষ্ঠী প্রযুক্তির সুবিধাগুলো ব্যবহার করে উন্নতি করে থাকে। কিন্তু গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ, নারী ও প্রতিবন্ধীদের মতো প্রান্তিক মানুষগুলো প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পেছনেই পড়ে থাকে, ফলে বৈষম্য আরো বাড়তে থাকে। এই মানুষগুলোর জীবনে পরিবর্তন আনতে আমি নিজের কাছেই নিজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বৈষম্যের দিকটিকে আমি আরো ভালো করে বুঝতে চাই এবং প্রযুক্তি শুধুমাত্র ধনী কিংবা শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য নয় সমাজের সকলেই যেন প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে সেজন্য সাশ্রয়ী দামে তাদের কাছে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছে দিতে চাই।

বর্তমান সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

আমি মনে করি এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিষয়। তবে একটি ভালো দিক যে ২০২১ এর এখনও অনেক সময় বাকি আছে। এর অনেক বিষয় আছে যা ২০১৫-এর মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে এবং এখন থেকেই শুরু হওয়া এই প্রস্তুতিকালীন সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় মানুষ উচ্চাভিলাষী স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য স্থির করে, যা সময়মতো অর্জনে ব্যর্থ হয়। এটা বাস্তবায়নের জন্য আপনার হাতে যথেষ্ট সময় থাকতে হবে। আমি সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে শুনেছি যে সবাই যেন টেলিযোগাযোগ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেইক্ষেত্রে এই সেবা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিশেষভাবে সহায়ক। একটি বিষয় আমাকে সবসময় অভিভূত করে যে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নারীর অবস্থান বেশ শক্তিশালী। এদেশে আপনি একাধিক নারী মন্ত্রী পাবেন। আর পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যাতে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা পান এই বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের জোরালো অঙ্গীকার রয়েছে। আমি মনে করি এদেশে সফটওয়্যার খাত এবং বিপিও উন্নয়নের অনেক সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে বিপিও সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি উপযুক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের কোন বিষয়টি অন্য দেশ থেকে তাকে পৃথক করবে সে সম্পর্কেও অবগত হওয়া দরকার। এছাড়াও ভালো মানের ইংরেজি, দক্ষ শ্রমশক্তি'র মতো বিষয় গুলোর প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন খুব অসম্ভব ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। সঠিকভাবে পরিকল্পনা গৃহীত হলে অনেক বড় কিছু অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

এখানে চ্যালেঞ্জ সবসময় আছে! আমার কাছে যা সবচেয়ে আকর্ষনিয় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হচ্ছে তা হলো সেবা মূল্য কম রাখতে একটি বাজারে আসলে কতজন অপারেটর থাকা দরকার? বর্তমানের সকল অপারেটররাই কী টিকে থাকতে পারবে? এমনকি থ্রিজি/ফোরজি চালু করার ক্ষেত্রেও কি ঘটতে যাচ্ছে? আমরা কি ধরনের অবকাঠামো দিতে যাচ্ছি যার মাধ্যমে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে? এই বিষয় গুলোর সমাধান জরুরি। দ্বিতীয়ত, একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে যে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ কনটেন্ট থাকতে হবে। যাতে মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পেতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইসিটি বাজারে বাংলাদেশ কিভাবে তার মানব সম্পদ ব্যবহার করে সুবিধা নিতে পারে?

যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এদেশের উচ্চশিক্ষা মাধ্যমের সাথে পরিচিত। এখানে আমি বেশকিছু মেধাবী ব্যক্তির দেখা পেয়েছি যাদের অনেকেই বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্ত থেকে বিশেষ অবদান রাখছে। এদেশে অনেক নতুনত্ব আছে; আমি শুধুমাত্র উদাহরণ হিসেবে গ্রামীণফোনের কথা উল্লেখ করতে চাই যারা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। প্রত্যেকের উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা এবং কিভাবে তা প্রদান সম্ভব তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে সবসময়ই চ্যালেঞ্জ থাকে। আমি এখানে অবস্থানকালীন সময়ে কয়েকবার মধ্যম ব্যবস্থাপনা কাঠামো উন্নতির কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা সৃজনশীলতার সাথে এই খাতকে সামনে এগিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশের শ্রম মজুরি অনেক সস্তা হওয়ার কারণে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এখানে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও আমি নিশ্চিত নই এটি সবসময় ইতিবাচক কি না। কারণ দুর্ভাগ্যবশত প্রায়ই সস্তা শ্রম শোষণের স্বীকার হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও এর মাধ্যমেই আমরা প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন করে যাচ্ছি।

প্রফেসর টিম আনউইনের ঢাকা সফর উপলক্ষে এমটব আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে
বিটিআরসি ও এমটব সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে টিম আনউইন।

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে পালিত হলো বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩

এ বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও পালিত হলো বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস (ডাব্লিউটিআইসিডি) ২০১৩। এবারে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল "তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন"

১৮৬৫ সালের ১৭ মে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত টেলিযোগাযোগের ওপর জাতিসংঘের বিশেষ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) প্রতিবছর বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস পালনের জন্য এর প্রতিষ্ঠাদিবসটিকে বেছে নিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সমাজ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখছেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আব্দুস সাত্তার, এমপি।

এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন' তুলে ধরে যে, প্রযুক্তি আমাদের সড়ক, যানবাহন ও চালকদের নিরাপত্তা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিপাদ্যটি জাতিসংঘের "সড়ক নিরাপত্তা দশক"-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনকালে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন, কেননা তথ্যের অবাধ প্রবাহ ছাড়া একটি জ্ঞান-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অন্য কোন বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, "টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি আজ বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম মূল হাতিয়ার"।

গাড়ি চালানোর সময় চালকরা যেন মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন তার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, সড়ক ও নদীপথে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে আসবে যদি তথ্য প্রযুক্তিকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি"।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সরকার ২০০৯ সালে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যেখানে এ খাতকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তি-ভিত্তিক "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গঠনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে মূল খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গত ৪ বছরে দেশের টেলি-ঘনত্ব দিগুণ বেড়ে বর্তমানে ৬৭ শতাংশ হয়েছে এবং ইন্টারনেট-ঘনত্ব বেড়েছে ২৫ শতাংশ, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৮,০০০ ডাকঘর ও ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-সহ ফিক্সড ও মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে "বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমটব সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবির; বিটিআরসি'র সিস্টেমস্ ও সার্ভিস বিভাগের পরিচালক লে. কর্ণেল রকিবুল হাসান "আধুনিক যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব" শীর্ষক এক উপস্থাপনা পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরি (অবঃ) "ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে ইলেক্ট্রনিক ভেহিকেল ট্রাকিং সিস্টেম-এর অবদান"-এর ওপর এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এমটব সেক্রেটারি জেনারেল তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বাংলাদেশ যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা জিডিপি'র ২ থেকে ৩ শতাংশের সমান। দেশের সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য আইটিইউ-এর আহ্বান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতা ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এ দিবসটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল হামিদ; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী (এমওপিটি) এডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি; জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন; আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামাদুন আই. ট্যুরে; বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবুবকর সিদ্দিকী দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দেন।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনের পাশাপাশি সমাজ ও অর্থনীতিতে ইন্টারনেট এবং অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার কী সম্ভাবনা বয়ে আনতে পারে সে সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সড়ক নিরাপত্তা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন শোভিত গাড়ি ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে।

এমটব সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবির 'আইসিটি ও সড়ক নিরাপত্তা'-এর ওপর মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন। বিটিআরসি-এর সিস্টেম এবং সার্ভিস শাখার পরিচালক লেঃ কর্নেল রকিবুল হাসান এবং বিএমটিএফ-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী (অবঃ)-ও সেমিনারে আলাদা আলাদা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ৯১ শতাংশই হয়ে থাকে সামাজিক যোগাযোগ যেমন- **ফেসবুক, টুইটার, পিনটারেস্ট** ইত্যাদি কেন্দ্রিক। ডেস্কটপ কম্পিউটারে যা মাত্র ৭৯ শতাংশ

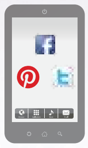

স্মার্টফোনের গড় ডাটা ব্যবহার ২০১১ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। ২০১০ সালে প্রতিমাসে গড়ে যা ছিল **৫৫ মেগাবাইট,** ২০১১ সালে তা প্রতিমাসে গড়ে **১৫০ মেগাবাইটে** এসে দাঁড়ায়।

বিশ্বের প্রতি দুই জনের একজনই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকেন, অর্থাৎ এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে চালু থাকা মোবাইল ফোনের সংখ্যা প্রায় **৩.৩ বিলিয়ন**

একটি ইমেইলের উত্তর দিতে একজন ব্যক্তির গড়ে সময় লাগে **৯০ মিনিট** আর একটি ক্ষুদেবার্তার উত্তর দিতে সময় লাগে গড়ে **৯০ সেকেন্ড**

এ পর্যন্ত **১৮০ মিলিয়নেরও বেশি** আইফোন বিক্রি হয়েছে। আপনি যদি এদের পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে রাখেন তবে তার দৈর্ঘ্য হবে **১২,৭০০ মাইলেরও বেশি**

এমটব কার্যক্রম

কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন-এর সেক্রেটারি প্রফেসর টিম আনউইনের ঢাকা সফর উপলক্ষে এমটব আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বিটিআরসি ও এমটব সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে টিম আনউইন।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩-এর অন্যতম আয়োজক ছিল এমটব।

এমটব সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবির বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সমাজ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে 'আইসিটি ও সড়ক নিরাপত্তা– বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'-এর ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। বিটিআরসি-এর সিস্টেম এবং সার্ভিস শাখার পরিচালক লেঃ কর্নেল রকিবুল হাসান এবং বিএমটিএফ-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী (অবঃ)-ও সেমিনারে আলাদা আলাদা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

airtel বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩-এর রোড শো ও র‍্যালিতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন' বিষয়বস্তুর ওপর অসাধারণ উপস্থাপনার জন্য ১ম স্থান অর্জন করে এয়ারটেল।

banglalink ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে বাংলালিংক

Citycell সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য দেশব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নরসিংদী ও রংপুরের বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার বিতরণ করে সিটিসেল।

grameenphone দেশব্যাপী টেলিমেডিসিন সেবা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রামীণফোন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

রবি রবি আয়োজিত 'শোকেস মালয়েশিয়া' অনুষ্ঠিত।

TeleTalk টেলিটক পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর সাথে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে বিল পরিশোধ সেবার চুক্তি স্বাক্ষর করে।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd